"শেখ হাসিনার অবদান, ডিজিটাল হল জীবনমান"

ICT Sustainable Development Award

"শেখ হাসিনার উপহার, ডিজিটাল সরকার"

ICT for Development Award - 2016

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল সবাই করছে ভোগ"

Digital Government Award - 2016

DIGITAL BANGLADESH
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

এক নজরে

অধিদপ্তরের নাম: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
প্রশাসনিক বিভাগ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
প্রধান কার্যালয়: আইসিটি টাওয়ার, ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
প্রতিষ্ঠাকাল: ৩১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

ভিশন

জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবার মাধ্যমে জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি সু-শাসন ও টেকসই উন্নতি নিশ্চতকরণ।

মিশন

উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ, ই-সরকার, দক্ষ তথ্য প্রযুক্তি মানবসম্পদ উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারণা বাস্তবায়ন, কার্যকর সমন্বয় সাধন, প্রযুক্তিগত সকলের মাঝে বিস্তার নিশ্চিতকরণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো, নির্ভরযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং আকর্ষণীয় তথ্য প্রযুক্তি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

১। দেশের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক সংযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা
২। সারা দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যথাযথ অবকাঠামো সৃষ্টি করা;
৩। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;
৪। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো হতে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ;
৫। সরকারি পর্যায়ে দক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রফেশনাল সৃষ্টির লক্ষ্যে আইসিটি সার্ভিস সৃষ্টি;
৬। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৭। সরকার ও জনগণের সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণ;
৮। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন প্রস্তুতকরণ;
৯। আইসিটি সেবা ও পণ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্টা-অপারেবিলিটি প্রবর্তন ও অনুসরণ;
১০। গবেষণা, নিত্য-নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

কার্যাবলী:

১। সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন;
২। মাঠ পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্পোট প্রদান;
৩। সকল পর্যায়ের সরকারি দপ্তরে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলীকরণ;
৪। সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির কারিগরী ও বিশেষায়িত জ্ঞান সম্প্রসারণ;
৫। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৬। তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৭। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগনকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদ্বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
৮। যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চাহিদা, মান ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ;
৯। সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান;
১০। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেধা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতার মূল্যায়নের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদা প্রদান ও স্বার্থ সংরক্ষণ।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

"সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন"

এ প্রকল্পের আওতায় ২৯০১ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের জনসাধারণকে বিশেষতঃ যুব সম্প্রদায়কে আইসিটি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এ সকল ল্যাবগুলোকে কেন্দ্র করে শেখ রাসেল আইসিটি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের ভাষাগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে ভাষা শিক্ষা ল্যাবগুলো কাজ করবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ✓ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবসহ সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন
- ✓ স্থাপিত ডিজিটাল ল্যাবগুলোর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ সেবা সারাদেশের লাখো ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট সহজলভ্য করা
- ✓ ডিজিটাল ল্যাবে ইন্টারনেট সংযোগ সুযোগ সৃষ্টি করে ল্যাবসমূহকে স্থানীয় সাইবার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা
- ✓ ডিজিটাল শিক্ষা ও তথ্য সেবা সম্প্রসারণ/ সহজলভ্যের মাধ্যমে ছাত্র/ ছাত্রীদের আইসিটি ক্ষেত্রে সামর্থ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচি

ডিজিটাল কানেকটিভিটি স্থাপন প্রকল্প

পরিকল্পনা:

- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিকসহ সারাদেশের প্রায় দুই লক্ষ প্রতিষ্ঠানে (সরকারি) অপ্টিকাল ফাইবার এর মাধ্যমে উচ্চগতির সংযোগ প্রদান করা হবে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে
- দশ হাজার ডিজিটাল মানি পে পয়েন্ট স্থাপন করা হবে যার মাধ্যমে অন্যান্য আর্থিক লেনদেন এর পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতাধীন আর্থিক সেবাসমূহ পাওয়া যাবে

- দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠিকে কানেক্টিভিটির মূল ব্যাকবোনের সাথে সংযুক্ত করা ও সারা দেশের ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর মূল্যে সমতা আনা
- বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন যেমন বিটিআরসি'র জন্য রেগুলেটরি ল্যাব, ভিএলএসআই ল্যাব, সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ল্যাব ইত্যাদি
- ইন্টারনেট ও এর নিরাপদ ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট বহুবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য 'ইন্টারনেট লিটারেসি সেন্টার'
- জরুরি অবস্থায় দ্রুত সাহায্য প্রাপ্তির জন্য 'ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার (৯৯৯)' স্থাপন
- সফলভাবে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন ও ই-সার্ভিস বিস্তারের লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরে প্রয়োজনীয় আইটি সরঞ্জাম সরবরাহ
- জাতীয় সংসদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজিটালাইজেশন
- সেবা প্রমাণিকরণ ও সকল শিক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন এর জন্য বায়োমেট্রিক যন্ত্র সরবরাহ
- সকল নাগরিক এর জন্য ডিজিটাল শেয়ার্ড হেলথ রেকর্ড ও
- বিভিন্ন সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ও প্লাটফর্ম উন্নয়ন তথা সার্ভিস অটোমেশন যেমন-ই-কৃষি, ই-রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি

প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

আইসিটির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াকে টেকসই করা, নারীর কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে বৃহত্তর মানব সমাজের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্য:

- আইসিটি ইকোসিস্টেমে নারীদের অংশগ্রহণ
- আইসিটিকে ব্যবহার করে নারীদের দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইসিটি সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ/কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা
- নারী উদ্যোক্তা তৈরী এবং আইসিটির প্রয়োগ ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়নকে টেকসই করানো

প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপকার/ফলাফল:

- আইসিটির মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান হবে
- নারীদের পদচারণা ফ্রিল্যান্সিং এর মার্কেটে বৃদ্ধি পাবে
- নারীরা উদ্যোক্তা হতে পারবে
- দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে
- সমাজে নারী ও পুরুষে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস পাবে

"আইসিটি একাডেমি স্থাপন" প্রকল্প

আইসিটি একাডেমি আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা এবং সার্ভিস ডিজাইন, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস এ্যানালিটিক্স, এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার, আইটি নিরাপত্তা, উদীয়মান প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও ডিজিটাল সেবা প্রণয়ন ইত্যাদি নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ধারণা প্রদানের একটি জ্ঞানপিঠ হবে।

এর উদ্দেশ্য:

- তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্রিক নতুন প্ররিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত
- পেশাদার ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ভেন্ডর সার্টিফিকেট প্রবর্তন
- আইসিটি বিষয়ের পেশাদারদের জন্য স্বীকৃতির প্রচলন ঘটানো
- ই-সার্ভিস ও ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি

আইসিটি একাডেমি স্থাপনের জন্য ঢাকার পূর্বাচলে এক একর ভূমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। উক্ত স্থানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইটি পার্ক ও আইসিটি একাডেমি স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন।

"ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন" প্রকল্প

সরকারি কার্যক্রমে প্রচলিত নথি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য ই-নথি'র তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইলিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় ম্যানুয়াল পদ্ধতি ডিজিটাল পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে ফলে সরকারি কাজে গতিশীলতা আসবে এবং স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

"এডুটেইনমেনট সেন্টার" প্রকল্প

উদ্দেশ্য

- সেন্টারগুলিতে দিনের বেলা কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা অডিও ভিজুয়াল ট্রেনিং, দূরশীক্ষণ কর্মসূচি এবং সন্ধ্যায় প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শণী, নাটক, টেলিফিল্ম, খেলাধুলা এবং সিনেমা প্রদর্শন করা হবে
- এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে বিদ্যমান মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের উপরে ডিজিটাল এডুটেইনমেনটের (শিক্ষা, ট্রেনিং, বিনোদন) ৫৫৪টি (৬৪টি জেলা + ৪৯০টি উপজেলা) সেন্টার স্থাপন করা হবে

"পাঠ্যবই কে ডিজিটাল ইন্টার‍্যাক্টিভ বই এ রূপান্তর" কর্মসূচি

সিমুলেশন এর শ্রেষ্ঠ ব্যবহার কে কাজে লাগিয়ে ইন্টার‍্যাক্টিভ এবং কমিউনিকেটিভ বই প্রস্তুতের কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

- ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর জন্য ৬৮ পাঠ্য বই কে ডিজিটাল ইন্টার‍্যাক্টিভ বই এ রূপান্তর করা হবে এবং নবম দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ৬৬ পাঠ্য বই কে রূপান্তর করা হবে

"ইলেকট্রনিক ভূমি রেজিস্ট্রেশন" কর্মসূচি

জনগণের জন্য স্বয়ংক্রিয় অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম রূপান্তরের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ এখন প্রক্রিয়াধীন আছে

উদ্দেশ্য:

- বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ভূমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে ২ বছর বা এর অধিক সময় লাগে তার পরিবর্তে দলিল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের সময় ১ সপ্তাহের মধ্যে আনয়ন
- প্রক্রিয়াটিতে বিদ্যমান জনদুর্ভোগ প্রসমন করা
- রেজিস্ট্রেশন অফিসের জমা কাজের বোঝা কমানো এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা

"ই- ফার্মিং" কর্মসূচি

- ই- ফার্মিং কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর জ্ঞান এবং তথ্য বিতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে
- একটি প্লাটফর্ম থেকে কৃষি সম্বন্ধীয় সকল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে

"বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে অডিও গাইড স্থাপন" কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে আধুনিক অডিও গাইড সিস্টেম স্থাপন করা হবে। দর্শনার্থীগণ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত নিদর্শন দেখার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরও সহজে বিস্তারিত জানার সুযোগ পাবেন এবং বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে নিজেকে অনায়াসে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

"প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইটি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ" কর্মসূচি

উদ্দেশ্য:

- দেশের সুবিধা বঞ্চিত এবং শিক্ষিত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের আইটি বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে উপার্জনক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর
- প্রতিবন্ধী মানুষকে আইসিটি বিষয়ে পারদর্শী এবং উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলা
- প্রতিবন্ধীদের উপার্জনক্ষম করার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা

সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে ডিজিটাল লিটারেসি প্রোগ্রাম

- আইসিটির ব্যবহারিক বিষয়ের উপর হাতে কলমে শিক্ষা
- জনসাধারণের জন্য সরকারী সকল তথ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং ব্যবহার এর সক্ষমতা তৈরি করা

ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা

বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৬

আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (BACCO) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৮-২৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকাতে BPO Summit Bangladesh-2016 আয়োজন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন করেন। শীর্ষ পর্যায়ের মন্ত্রী ও সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, উদ্যোক্তাগণ এবং দেশী বিদেশী নীতি নির্ধারকগণও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) এর মহাসচিব জনাব হাওলিন ঝাও সম্মানিত অতিথি হিসেবে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ৫৪ দেশী বক্তা
- ২৩ বিদেশী বক্তা
- ১০টি সেমিনার এবং ২টি ওয়ার্কশপ
- ২৫০০০+ দর্শনার্থী
- প্রায় ২৬০০০ জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ
- মোট ৩০০ জনের কর্মসংস্থান

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

এশিয়া-প্যাসিফিক ইনফরমেশন সুপার-হাইওয়ে

এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের পার্শ্ব বরাবর যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার এবং ১ লক্ষ ২৭ হাজার কিলোমিটারের দীর্ঘ পথ জুড়ে এই ইনফরমেশন সুপারহাইওয়েটি গড়ে উঠবে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান UN-ESCAP এর এ উদ্যোগটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মহাপরিচালক, আইসিটি অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত Working Group এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এ উদ্যোগটির মাধ্যমে মাথাপিছু নিম্ন Bandwidth এর দেশ হিসেবে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ প্রভূত লাভবান হবে।

আইসিটির মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

এটুআই এর সাথে সমঝোতা স্মারক

- মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরে নেসের পর চালুকৃত নতুন নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ১৪/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়
- সরকারের সকল কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে
- এর মাধ্যমে কর্মকর্তাগণের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক

ক্লাউড সোর্স এ্যাপসের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিগত ২৮.০১.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়

ডিনেট এবং জাগো ফাউন্ডেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- আইসিটির মাধ্যমে উন্নয়নের ইস্যুগুলো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিগত ১৬-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠান দু'টির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়

- এর মাধ্যমের জাগো প্রতিষ্ঠিত অনলাইন স্কুল এবং ডিনেটের ইনফো লেডি কার্যক্রমের প্রসার ঘটবে

গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- দেশে সরকারি পর্যায়ে বিদ্যমান উদ্ভাবনী চর্চাকে আরো ত্বরান্বিত করতে বিগত ২৯.০৬.২০১৬ খ্রিঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ICT for Development ইস্যুটি পাঠ্যক্রমভুক্ত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে সমঝোতা স্মারক

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে বিগত ১০.০৮.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়